গোধূলি

গোধূলি

আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই

গোধূলি
আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই
কৃতজ্ঞতায়- গোলাম নওজব চৌধুরী (পাওয়ার)
রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক
প্রকাশকাল: ২০২৪
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
ঢাকা অফিস: ভাষাসৈনিক ভবন, কিউ-১১
নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. আশরাফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ২০০/-(দুইশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন:
ISBN:

Goduli by Azmir Rahman Khan Yousuf Zai , Published by Chayyanir. Dhaka Office: Bhashasoinik Bhobon, Q-11, Nurjahan Road, Mohammadpur, Dhaka. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication:----2024, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid, Book Setup: Md. Ashraful Islam, Chayyanir Computer, Price: 200/- (Two Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : *01611-913214*

উ ৎ স র্গ

আমার সহধর্মিণী
কুইন ইউসুফজাই

সূচী

বাংলাদেশ আমার স্বর্গভূমি

বাংলার কিছু নেতাকর্মীসহ পাকিস্তানিদের
গাড়ির বহর গভর্নর হাউজে যাতায়াতরত
সেই দৃশ্য আজও স্বচ্ছ জলের মত পরিষ্কার।
ব্যস্ততম নগরীর কর্মমুখী মানুষের ভিড়ে
চঞ্চল হয়ে উঠে নানা গুঞ্জনে প্রতিদিনের মত।
দিনটি ছিল ২৫ মার্চ ১৯৭১,
যতই সকাল দুপুর গড়িয়ে রাত্রি গভীর হতে থাকে
ততই নর পিশাচের রক্তশূল চোখের আনাগোনা
এ কিসের আলামত!
হঠাৎ রাত্রি বিদ্যুৎহীন অন্ধকারে আচ্ছন্ন
থমথমে কম্পিত নগরীর জীবন ভয়ে ভীত,
হয়তো ঝড় উঠবে, বৃষ্টি নামবে রক্তবন্যার
ক্ষ্যাপাদানবের অকস্মাৎ তাণ্ডবে জলোচ্ছ্বাসে
প্লাবিত হবে এই মুহূর্তে,
গভীর রাত্রিতে ঘুমিয়ে থাকা নগরী
চমকে উঠে গোলাবারুদের শব্দে।
ঘর হতে নর-নারীদের টেনে হেঁচড়ে রাজপথে এনে
নৃশংসভাবে হত্যা করে বেয়োনেট আর বুলেটের আঘাতে।
শুধু তাই নয়, রাজপথে আশ্রয় নেয়া,
আহার বস্ত্রের অন্বেষায় আসা বাস্তুহারা
ওরাও রেহাই পায়নি হায়নার ছোবল হতে
রাইফেলের গুলিতে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ
মিনতি করে বলে, "হে বাঙালি" জন্মভূমির মাটি
মুক্ত হয় যেন আমাদের আত্মহুতিতে,
আর নয় রাক্ষস দানবের থাবার আঁচড়
আর নয় হত্যা, নারীহনন বাংলার মাটিতে
প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায় দামাল বীর সন্তানেরা
ধূলিস্যাৎ করে হায়নার পরিকল্পিত দূর্গ,
ছিনিয়ে আনে বীর সন্তানেরা রক্তের প্রতিদানে
স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা,
এইতো আমাদের জন্মভূমি, আমাদের পৃথিবী,
আমাদের জন্ম জন্মান্তরের স্বর্গ।

৭ই মার্চের ভাষণ

আমি তখন বারো তের বছরের যুবক
মাইলকে মাইল হেটে দলে দলে
লক্ষ জনতার সাথে রেসকোর্স ময়দানে,
সবার মুখে একটি কথা একই সুর
মুজিব আসবে, মুজিব আসবে
আকাশে বাতাসে মুখরিত স্লোগানে।
আমার কাছ হতে দেখা, একজন বিশাল
মনের মানুষ সদর্পে,
চোখে মুখে দীপ্ততার আভা যেন
একটি নক্ষত্র পৃথিবী হতে নেমে এলেন
এলেন লক্ষ জনতার মাঝে, এক মহা গুরু
মহা কবি কাব্যকার মহান নেতার আবির্ভাব
মানুষটির পড়া সাদা পাজামা পাঞ্জাবী
আর ছিল কালো কটি।

গায়েতে প্রচণ্ড জ্বর ভ্রুক্ষেপ নেই তাতে
তবুও আসতে হবে বলতে হবে জানাতে হবে
দেশবাসীকে।
এক পা দু'পা করে মঞ্চে এসে
এদিক সেদিক দু একবার তাকালেন
যেন সূর্যের একটি রশ্মি আলোয়।

আলোকিত হয়েছিল সারা রেসকোর্স ময়দান
সবাই চেয়ে আছি নেতা- বললেন অনেক কথা
তবে তার শেষ কথা
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

বাংলার ভাগ্যাকাশে আচমকা উজির
মাধ্যমে শুনালেন চূড়ান্ত জয়ের বাণী
স্বাধীন বাংলদেশের ডাক
উত্তাল ঢেউ জনতার মাঝে স্রোতবেগে
প্রবাহিত স্লোগানে শ্লোগানে
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

যার জন্ম না হলে হয়তো বাংলা পেতাম না

যুগের পর যুগ আর কোনদিন
আসবে কিনা এমন নেতা ফিরে
তবে জন্ম জন্মান্তরে রয়ে যাবে
স্মৃতির ভাস্কর হয়ে প্রতিটি বাঙালির
ঘরে ঘরে অবিনশ্বর ।

২১ শে ফেব্রুয়ারির কথা

একুশে ফেব্রুয়ারি মানেই রক্ত ঝরার মাস
বাংলা ভাষার দাবীতে মিছিল স্লোগান
একুশ মানেই শহিদের অবদান,
দেশ গড়ার অঙ্গীকার, মাথানত করে
শ্রদ্ধাঞ্জলি ভালোবাসা জানাবার শপথ
একুশ মানেই ভাষার জন্য সন্তান হারা
মায়ের চোখের জল মুছে দেবার দিন।
একুশ মানেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, রাখালের বাঁশির সুর
ভাউইয়া, ভাটিয়ালী, পাল তোলা নৌকার
মাঝি মাল্লার কণ্ঠে বাংলা ভাষার গান
একুশ মানেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস,
শহিদের স্বপ্ন সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহার।

মাতৃভাষা বাংলা

২১ ফেব্রুয়ারি একটি মহান তাৎপর্যের দিবস
এই দিন কিছু তরুণ তরণী ভোরে কুয়াশা কাটিয়ে
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বাংলা চাই দাবীতে
রাজপথে স্লোগানে মুখর।

হঠাৎ রাজপথে নেমে আসা খাকি নিষ্ঠুর
নির্দয় নর পিশাচের দল
শুধু গুলি আর গুলি
শত শত বুলেটের আঘাতে দমাতে পারে নাই
কণ্ঠ রোধ।

রাজপথে পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহ হতে
শেষ নিঃশ্বাসেও উচ্চারিত হয়েছিল
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই।
পেয়েছি আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা
পেয়েছি বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি
পেয়েছি বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌমত
বাংলাদেশ।

তাই তো আমরা স্মরণ করি ২১ ফেব্রুয়ারি
রক্ত ঝরা দিনের।
হে মাতৃভাষার শহিদ আমার ভাই বোনেরা
আমরা তোমাদের ভুলি নাই
কোনদিন ভুলবো না।

চাঁদের অহংকার

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে নামে
চাঁদের আলো আসে
সেই আলোতে আলোকিত
আমাদের দেশ হাসে।
চাঁদ আর সূর্য তখন ঘুমায় নাতো
অন্য দেশে ওঠে
চক্রের ফেড়ে দিন রাত
আকাশ জুড়ে থাকে
সন্ধ্যা ঘনায় জুঁই চামেলী
হাসনাহেনা গন্ধরাজ ফুটে
সারা রাত্রি গন্ধ বিলায়
ক্লান্তি নেই তো তাতে
সন্ধ্যা হলে পাড়ায় পাড়ায়
বাশ বাগানে ঝোঁপের ধারে
ঝিলের পাড়ে পথে ঘাটে
জোনাকিরা জ্বলে, তাই সাথে সঙ্গী
হয়ে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকে।
চাঁদ তখন ছোট আলোয় তাকিয়ে থেকে বলে
দেখা না ভাই আমার মত জ্বলে
তোমার উপর মেঘের ছায়া যখন পড়ে
ছোট হলেও আলো দিয়ে সারারাত্রি থাকি
থাকে না তো কোনই অন্ধকার।

হরিণ চোখের চাওনী

হরিণী নয়না চোখ দুটি
কালো চশমায় ঢাকা
নাকি চোখে কাজল দিয়ে আঁকা
তোমার চোখের কারুকাজ কারিশমা
দেখুক না আড় চোখের বাঁকা চাওনি
কবিতা বলে রমনীর চোখ সুন্দর
হলে হৃদয়ের সাথে মনের প্রকাশ
ততটা পায়
না হয় চোখে পরিধান করে
রাখলে কালো অমাবস্যা
ইচ্ছা রাখা না রাখা
তুবও আলোর সংশয়

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

বিগত কাল, বছর পার হয়ে যাওয়া পদ্মানদীর
দুই কূলের মানুষের চোখে মুখে আনন্দ হাসির ফোয়ারা
স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ উন্মোচিত।
থাকবে নদী পারাপারে ভয়, সংশয় শঙ্কা
থাকবে না নৌকা, স্টিমার, লঞ্চ ডুবে যাওয়ার আতঙ্ক।
থাকবে না কান্না, চিৎকার আহাজারি, আর্তনাদ।
একদা একজন মহান শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাংলার রূপকার
বাঙালির প্রাণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন পদ্মা নদীর উপর সেতুর
স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতাও
ধারণ করতেন হৃদয়ে,
প্রায়শ দুইপারের মানুষের সাথে আসা যাওয়ার পথে
জানা হতো দুঃখ দুর্দশার কথা সহযাত্রী হয়ে।
তাদের কষ্টে বুক দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে কতনা
নিরবে নিভৃতে চোখের জল ফেলতেন,
তিনি বাংলাদেশের মানুষদের বড়ই ভালোবাসতেন।
বঙ্গবন্ধু যেমন জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতা
গড়ে তুলেছিলেন বিধ্বস্ত পূর্ণ ঘটনের সাফল্য
সফলতার সোনার বাংলাদেশ
আবার পাচ্ছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর
সহধর্মিণী বঙ্গমাতার স্বপ্নের পদ্মাসেতু।
সম্ভব হয়েছে তাদেরই সুযোগ্য মানবতার মানস
কন্যা বাংলাদেশের দূরদর্শিতা, সাহসিকতার প্রতীক
দেশ রত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার ছোঁয়ায় পদ্মা সেতু।
আজ সারা বিশ্ব তাকিয়ে দেখছে।

তুমি ডুবন্ত জাহাজকে টেনে করেছ জয়ের অগ্রযাত্রার
আলো উন্মোচিত অধ্যায় সর্বস্তরে।
তুমি দিয়ে যাচ্ছ একের পর এক বাংলাদেশকে
প্রতিশ্রুতির নতুন নতুন উপহার
নিয়ে যাচ্ছে, সফলতার শীর্ষে
তুমি করেছ সুখী সমৃদ্ধি নির্ভরতার উচ্চতর
মর্যাদাশীল দেশ
তোমার তুলনার বর্ণনার যেন একটি খোলা বিশাল আকাশ
হে বিশ্ব শান্তি, মানবতার মানস কন্যা দেশ রত্ন
জননেত্রী শেখ হাসিনা,
তোমার অবদানের কথা বাঙালির হৃদয় পটে
থাকবে অনন্তকাল ধরে লেখা স্বর্ণাক্ষরে।

শান্ত প্রকৃতি মেঠো পথ দেখার আমন্ত্রণ

তোমরা কি দেখেছ গ্রাম বাংলার রূপ
ব্যস্ত প্রকৃতির ছায়া ঘেরা গাছ গাছালি জঙ্গ ঝোপ।
দুই ধারে আম, জাম, কাঁঠাল বাতাবি লেবু, খেজুর
তার সাথে সুউচ্চ নারিকেল, সুপারী তাল গাছের সারি,
মাঠ ভরা দোল খেলে সবুজ সোনালি ধান
ক্ষেতের পাশ দিয় সাজানো গোছানো টিন
আর খড়ের চালের বাড়ি।
কত না রয়েছে গায়ের সাথে আঁকাবাঁকা খাল,
বিল, নালা, নদী মিশে,
কত না ছিল ভরা বর্ষায় লাফা লাফি নদীর কূলে
আবার এপার হতে ঐপারে স্রোতের টানে ভেসে
ফেরা হতো কিনারাতে শেষে
প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা রাত্রিতে মাঝি মাল্লা রাখালের
বাঁধা একতারা বাউল ভাটিয়ালি গান শুনেছি
বটের ছায়ায় বসে।

কত না রোদের খরতাপে ধান ক্ষেতে শুয়ে খোলা আকাশ দেখেছি
কতনা টাপুর টুপুর বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের সাথে
শরীরে জড়ানো কাপড়ে ভিজেছি,
এসব গ্রাম বাংলার মেঠো পথে কতনা ছিল
ছোট বেলার আসা যাওয়ার মাঝে হৃদয়
স্পর্শ পাওয়ার স্মৃতি
এখনও নয়ন স্থির হয় মেঠো পথ দিয়ে চলতে
মনেপড়ে অনেক কথা ইচ্ছা হয়
চিৎকার করে বলতে
যেন মনোমুগ্ধ পরিবেশে
নিপুণ কারিগরের ছোঁয়ায় গড়া।
কত ফুল ফলের সমারোহ স্নিগ্ধ গন্ধ দূর হতে।
আসে ভেসে দেখে যত বাংলা অপরূপ ছবি
সেখানে রাতের অন্ধকারে জোনাকীরা পথ দেখায়
আবার জোসনার আলোয় আলোকিত হয়ে
মিতালীর আলিঙ্গনে কষ্ট হয় দূর
তোমরা এসো শান্ত প্রকৃতির ভিড়ে, আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে।

প্রত্যাশা

মোর ছিল সেই মন ছিল না বিরহ ব্যথা
বুকে একরাশ আশা শান্ত দু'নয়ন
স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা,
সেইদিন বিকেল বেলা পলক পড়েনি
ক্ষণিকের তরে, সেই চেনা মুখ যেন
কতযুগ পরে দেখা।
একটু এগিয়ে হাতে এক গুচ্ছ ফুল দিতে
বিদ্রোহ ভঙ্গিমায় ক্রোধ দৃষ্টিতে,
ছোট দু' একটি কথায় করেছিল অপমান।
হয়তো কিছুদিন যোগাযোগ ছিল না,
এই প্রথম একজন হতে হয়েছি প্রত্যাখ্যান।
ছিল না সে আমার কখনও অচেনা।
তবে কেন এমন হলো আমি কি এতই তুচ্ছ
যে, গ্রহণ করেনি আমার আহ্বান
মনে হলো একটি দেয়াশালাই দিয়ে জ্বালিয়ে দেই দেহ
তরঙ্গ ধারায় ক্ষত বিক্ষত হৃদয় থেকে
রক্তক্ষরণ হতে থাকে অবিরাম।
হৃদকম্পনে হাতের ফুল পড়ে যায় মাটিতে
নিশ্চিহ্ন হলো কতজনার পদদলিতে।
পরদিবসে ছুটে গেলাম চঞ্চল মনের আকুতি দমাতে
নির্লজ্জ চোখ আবার তাকায় তার পানে
কমল হৃদ সান্নিধ্যের লোভে বাড়ায়
হাত প্রণয়ের বন্ধনে
তখনও অটল সে। পরাজিত আমি
ঝরে গেল সঞ্চিত ভালোবাসা এক নিমিষে
তবুও হার মানিনি তার কাছে প্রত্যাশার আশায়।

উড়ন্ত

ইচ্ছে করে পাখি হয়ে উড়ি
যেন মুক্ত আকাশে
ভালো লাগে না বন্দি জীবন
চার দেয়ালের মাঝে।
এক ঘেয়ে জীবন বল
ভালো কি আর লাগে,
সকল সময় মন আমার ভেসে বেড়ায়
মেঘের ভেলার সাথে।
নদীর ধারে কালো ছায়ায়
ঐ যে ছোট গ্রামখানা
সেথায় গিয়ে দেখবে তুমি
আমার জন্ম ভূমি।
সকাল হতে সন্ধ্যা তুমি
দেখ যদি ভাই
চাইবে না মন আসতে তখন
আর কটা দিন বেশি থেকে যাই।
জোসনা রাতে আকাশ পানে
তারার লুকোচুরি মেলা,
ছাদে গিয়ে তোমার সনে
খেলবো নানান খেলা।
যাবে তুমি সঙ্গী হয়ে
চার দেয়ালের বন্দি জীবন ফেলে
চল তবে পাখি হয়ে
পাখনা দু'টি মেলে।

ভিখারীর ফরিয়াদ

দেহটা কঙ্কাল শীর্ণজীর্ণ অর্দ্ধনগ্ন বস্ত্র পরিহিত
এক ভিখারী বিরাট অট্টালিকার কাছে এসে বলে
তিনদিন দানাপানি কিছুই পড়েনি পেটে,
তোমাদের যা আছে তাই দাও এই পানি পান্তা
ভাতের ফেন না হয় এটোজুটে।
এই ইট পাথরের দেয়াল আমার আকুতি
আর্তির আওয়াজ কি শুনতে পাওনা
নাকি তোমাদের হৃদয় স্পন্দনে স্পন্দিত হয় না
দ্যাখ টাকা পয়সা থাকার জায়গা চাই না
শুধু একমুঠো অন্ন হলেই শেষ আশ্রয় নেবো
কোন ফুটপাতে অথবা গাছতলায়।
এই অট্টালিকা তোমরা রক্ত মাংসের মানুষ নয়
তোমাদের ভেতরটা আমার মতই ফাঁকা।
অকস্মাৎ এক সাহেব গাড়ি হতে নেমে
এই বেটা দাড়িয়ে বুঝি তামাশা দেখছিস
নাকি চোরের মতলব আটছিস।
আমি চোর নয় আমি ভুখা ভিখারী
সাহেব এমনি রেগে ভিখারীর কাছে আসে ছুটে,
অসময়ে কোথা হতে যে কোন আপদ এসে জুটে।
মিথ্যেবাদী পথ ছাড় বেটা লাগাম নাই তোর ঠোঁটে
ইস বেটা দেখাচ্ছি তোকে এই বলে
গলা ধাক্কা দিলে রাজপথে পড়ল গিয়ে লুটে।
ভিখারী মাটির বক্ষে মিলিয়ে বলে
হায়রে বিধাতা এই কি তোমার বিচার
তুমি মানুষ মানুষের সাথে করেছ ব্যবধান
আবার অবেলা অবজ্ঞার পাত্র করে
তুমি করাও কেনইবা মাথা নত।
তুমি জানো ওরা সবল ওদের পদাঘাতে
দুর্বলেরা চিরদিন মুখ বুজে মরে রাজপথে
হায়রে বিধাতা এই কি তোমার খেলা
গরীবের সম্পদ শোষণ করে অট্টালিকা গড়ে
আর কতদিন এমনিভাবে করবে ওরা বাহাদুরী
হে বিধাতা তোমার দুনিয়াতে বৈষম্য কেন?

বিজয় উল্লাস

ক্রিকেট, ক্রিকেট, ক্রিকেট
আজ বাংলার প্রতিটি ঘরেই শুধু ক্রিকেট
পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে,
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেশ
বাংলাদেশের সোনার ছেলেদের খেলা
দেখেছে, বিশ্ব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে,
এ এক অভাবনীয় অসাধারণ সূচনায়
অবিস্মরণীয় বিজয়।
কঠিন রুদ্ধ কপটি ভেদ করে,
চোখ ধাঁধাঁনো ব্যাটিং, বলিং, ফিল্ডিং-এ
কত না সমাদৃত হয়েছে জগৎময়
সাবাস বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা সাবাস।
আমরা যে বাঙালি বীরের জাতি
আবার করেছ পরিচয়
আমাদের সবুজে ঘেরা লাল সূর্যের
পতাকা উর্ধ্ব গগনে উড়ছে বিশ্বে আসরে।
৬৪ হাজার গ্রাম বাংলায়
টেকনাফ হতে তেঁতুলিয়ায়
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কর্ণে পৌঁছে এ বিজয়।
ভাষা নেই এত আনন্দের
উদ্বেলিত, উল্লাসিত ১২ কোটি প্রাণের
সঞ্চারণ দেখাব?
সামনে এগিয়ে চল দুর্জয় দুর্বারগতিতে
যেন আগামীতে আরেকটা বড় বিজয়
আসে ফিরে চিরস্থায়ী হয়ে
কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের প্রদীপ বাংলার ঘরে ঘরে।

বিজয়ের জয়গান

তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না
এই মাটি ও মানুষের সাথে,
এ সে লক্ষ শহিদ মা ও বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে
পাওয়া নির্মল উর্বশী বাংলাদেশ।
তোমরা পেয়েছ সাজানো ফুলের বাগান
যেখানে ফুটে প্রতিদিন গোলাপ চামেলী টগর
জুঁই হাসনাহেনা রজনীগন্ধা পদ্ম-শাপলা
একটু ছোঁয়ায় মাটির উর্বরতায় ভরে উঠে
নানান ফসলের সমারোহে।
এখানে সোনালি রোদ্রের আনাগোনা ছলছল কলকল
রূপালী নদীর ঢেউ-এ আবহমান কাল হতে প্রবাহিত।
এখানে পাখিদের কলরব কৃষক রাখালের বাঁশির সুর
হৃদয়ের সঞ্চতায় ভালোবাসার গাঁথা মালা একইবৃন্তের ফুল।
হে নবীন দেখনি তোমরা একাত্তরের পটভূমি
মুক্তিযুদ্ধের বিকট আত্মার্থ চোখের সামনে ভাইয়ের লাশ
মা-বোনের লাঞ্ছিত দেহ।
তোমরা দেখোনি বলেই রক্ত পিপাসু সন্ত্রাসীর গুলিতে
আজও পথে পড়ে থাকে কত প্রিয়জন,
লাঞ্ছিত হয় কত মা-বোন পথভ্রষ্টের হাতে
ঝলসে যায় কত এসিডে মুখ।
এ অন্যায়ের প্রতি দেওয়াল গড়তে হবে সকলের
এ বিজয় কোন অর্থহীন শব্দ নয়।
এ যে হাজার বছরের সাধনার বহু
আত্মত্যাগের পাওয়া সোনার বাংলা।
হে নবীন তোমরা এসো আবার নতুন আত্মপ্রত্যয়ে
লাল সবুজের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে,
মুক্তিযোদ্ধাদের মত সংঘবদ্ধ দৃঢ়অঙ্গীকারে
দেশ গড়ার শপথ নিয়ে গায় বিজয়ের জয়গান।

ফুল

ফুল তুমি কথা বলো কার সাথে
যদি বলি তোমার সাথে হয়েছিলো
কথা রৌদ্র বৃষ্টি অথবা খরতাপে।
যদি বলি তোমার সাথে হয়েছিলো কথা
কোন পড়ন্ত বেলায় আঙ্গিনায় কিংবা কাননে।
ফুল তোমার সৌন্দর্যের সৌরভ মাখা গন্ধে।
কতই না সমাদৃত হও প্রেম প্রণয়ী উপহারে
অথবা ফুলদানী কিংবা কারো বাসর ঘরে
আবার কত উৎসবে হও তুমি ব্যবহার
হও কোন স্মৃতির মিনারে।
ফুল তোমার গন্ধে মাতাল মনকে উদাস করে
ছুটে আসে মৌমাছি, ভ্রমর কিংবা অলি
গুণ গুণ গুঞ্জরনে গান শুনাতে
ভালোবাসা জানতে মিতালীর সুরে।
ফুল তুমি কত ভাঙা সংসার সাঁজাও
মিলনের বন্ধনে।
কত মিনতি জানায় আশীর্বাদে বিধাতার চরণে,
শত দুঃখের মাঝে তুমি হাসি
ফুটাও সবার প্রয়োজনে।
ফুল তোমার মূল্য দেবার সামর্থ্য কোথায়
সবাই কি তা পারে তোমার মূল্য দিতে
তুমি কারও কাছে শুধু ভোগের
সামগ্রী প্রয়োজন শেষে
ছিড়ে ছিটিয়ে আনন্দে মাতাল হয়ে
নিশ্চিহ্ন করে পদধূলিতে।
এত আঘাতে তোমার কষ্ট হলেও সামান্য
আনন্দ পেয়ে ভুলে যাও পিছনের স্মৃতি
আবার ফিরে আসো
নানা রঙে নানা ভঙ্গিমায়
ক্ষোভের শিহরণ জাগাতে।

নষ্ট মানুষ

আমি শিশু, শৈশব থেকে
যৌবনে করেছি পর্দাপণ,
আমাকে নিয়ে ছিল মা বাবা
ভাই বোনের কত না আশার স্বপন।
কিন্তু আমি যে বিপথকামী
আমি একজন নষ্ট মানুষ।
সবাই আমাকে দেখে ভয়ে ভীত,
কেউ বলে মস্তান, কেউ বলে রংবাজ
কেউ বলে খুনী।
পাড়ার সকলে আমাকে
ঘৃণার চোখে দেখে
অনেকে লুকিয়ে চলে কখন যেন
কার ভাগ্যে বিপর্যয় কিংবা অঘটন ঘটে।
আমি যে একজন নষ্ট মানুষ।
এ ক্ষণিকের দম্ভ, আমাকে অন্ধকার থেকে
ফিরে আসার পথ দাও।
এই সবুজ, সুন্দর আলোকিত পৃথিবীতে
আর যেন না হয় কেউ নষ্ট মানুষ।

কি পেলাম হে স্বাধীনতা?

আমি বলতে চাই না, একাত্তরে জাতির জনকের
সেই রেসকোর্স ময়দানে ভাষণের কথা,
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
আমি বলতে চাই না, পাক বাহিনী আর রাজাকার
আলসামস, আল বদরের অত্যাচারের কথা।
সেই মর্মস্পর্শী ত্রিশ লক্ষ শহিদ
আর তিন লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে
এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা।

আমি বলতে চাই না, সবুজ সুফলা শস্য শ্যামলা
উর্বর মাটির বুকে সন্ত্রাসী খুনিদের এখনও থাকার কথা,
স্বাধীন দেশের মাটিতে এখনও মা বোনেরা লাঞ্ছিত
আর এসিডে দগ্ধ দেহ পড়ে থাকা ভাইয়ের লাশের কথা।
আমি বলতে চাই না, এদেশের মাটিতে দুর্নীতিবাজ
ঘুষখোর অবৈধ পথে উপার্জিত কালো পাহাড় গড়া

শান্তির লৌহ শিকলে কেন এখনও বন্দি হয় না।
আমি বলতে চাই না, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের
অভিশাপ হতে আমাদের মুক্তি পাওয়ার কথা,
কবে হতে চলবে পথ শান্তিতে নির্ভয়ে
স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ।

কবে দেখবে নিঃশব্দ রাতের নিদ্রায়
জোসনার ঝলমলে আলো
কবে দেখবে ঘরের কপাট খুলে
স্বপ্নালোকে কল্পনায় শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি।
কবে গাইবে এই মাটিতে শান্তির জয়গান,

তবে কি সময় হয় নাই এখনও স্বাধীন
সার্বভৌম বাংলাদেশকে সুন্দরভাবে ভাববার।
নাকি অপেক্ষায় আরও প্রহর পোহাতে হবে
কিছু কাল, নাকি জাতির জনকের মত
সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে
বাংলাদেশকে কেউ গড়ে তুলবে।

একুশের চেতনা

পথ দিয়ে ফিরেছিনু
এক ঝাঁক ভাষা সৈনিক
এই পথ ঐ একটি গোলাপ হাতে
এক রাজার স্বপ্ন চোখে
গুপ্ত সংবাদ বক্ষে বর্ণমালা
অনুগামী উজ্জীবিত তাজা প্রাণ
কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ভাষার গান
রাষ্ট্রভাষা বাংলা মুখে।
কতক প্রজ্বলিত নক্ষত্র
দুর্বোধ্য সঙ্কেত বুলেটবিদ্ধ রাজপথে,
পৃথিবীর আভা ভেদ করে
ছিটকে পড়েছিনু এই বাঁকে।
তবুও প্রত্যাশার যাত্রা হয় নাই ক্ষান্ত
হে জননী, ওরা শেষ ক্রন্দনেও বলেছিনু
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই।
অবশেষে নির্বাক নিথর নিস্তব্ধ সর্বাঙ্গের রক্তে
তরঙ্গ ধারা রঞ্জিত রাজপথে
লিখেছেন শেষ বিদায়ে
অত্যাচারী কুচক্রের দল কেড়ে নিতে পারে নাই
বাঙালি জাতির ভাষার ভাইদের মুখ থেকে
বাংলা ভাষা আমাদের রাষ্ট্রভাষা।
ছিনিয়ে এনেছিনু ওরা অক্ষতভাবে তোমার বক্ষে
হে জননী তুমি আছ আজ মহাসুখে।
তোমাকে আর কেউ দেখে না খাটো করে
রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে মাতৃভাষার দিবস
হিসাবে পালন করছে সারাবিশ্বময়।

আষাঢ় মাস

আষাঢ় গগণে কাজল ছায়ায় গুরু গুরু ডাকে মেঘ,
ক্ষণে ক্ষণে অঝরে ঝরে প্লাবিত হয় মাঠঘাট বর্ষণে,
একলা ঘরে থাকতে চায় না মন এমনও দিনে।
এক কোণে প্রিয়া বসে গাঁথে মালা বিষণ্ন মনে,
ইচ্ছে হয় সারা শরীর ভিজিয়ে থর থর অদর হিমালয়ে
যাই ছুটে বহু দূর পথে তারই অন্বেষণে।
বিদ্যুৎ চমকে ঝলকে উঠে পাখি ভয়ে জড়সর হয়ে
পাতার আড়ালে লুকায় কোন ফুল বনে;
ইচ্ছে হয় ওদের সাথে মিতালী করে চুপি চুপি
কথা বলি কানে কানে।
আষাঢ় মাসে খাল বিলেতে হেলেঞ্চা আর কলমিতা হয়
বাতাস লেগে দোলনা খেলে তারই পাতায় পাতায়
এমনি দিনে হাতছানিতে ডাকে কদম কেয়ায়
গন্ধরাজের গন্ধেই মাতাল হাওয়ায় চারিদিকে তারই সুবাস ছড়ায়?
সন্ধ্যা হলে আঁধার নামে যায় না দেখা পথ
ভূতের মত চেপে ধরে ভয়ে আৎকে উঠে বুক
টাপুর-টুপুর বৃষ্টি হলে, ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোপের ধারে
বাঁশ বাগানে জোনাকী জ্বলে, ব্যাং ডাকে ঝিলের পারে
শুকিয়ে আসে মুখ।
নামুক বাদল, থাকুক আঁধার, আসুক বাধা যতই
তবুও পথ যেতে হবে প্রিয়ার হৃদয় টানে,
আষাঢ় মাসে মেঘের ফাঁকে দিনের কিরণ হাসে
প্রিয়ার মালায় পরশ জাগায় ছন্দ আনে প্রাণে।

দেশপ্রেম

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কিংবা মুসলমান
এটা কোন পরিচয় নয়, পরিচয় শুধু
আমরা মানুষ, আমরা বাঙালি বাংলাদেশি।
এখানে গোত্রীয়, ধর্ম বা কালো সাদার
ভেদাভেদ সত্য, কিন্তু আমরা যে,
একই স্রষ্টার সৃষ্টি
আমাদের বর্ণমালা অবিচ্ছিন্ন।
এখানে থাকবে না বঞ্চিত মানুষের
হাহাকার ক্রন্দন, থাকবে না
অনাচার অবিচার অত্যাচারের চিহ্ন
এখানে থাকবে না, জাতি বিভেদ বিরোধ
হিংসার লেষ;
দীপ্ত অঙ্গিকারে কঠোর শ্রমের মাঝে
উৎসর্গ করবো, দেশ গড়ার কাজে,
উদ্ভাসিত আলোর অন্বেষায় ঘটাবো উন্মেষ
আমাদের আশা প্রত্যয় প্রত্যাশা হতে দেবো
না খর্ব, অভিলাষ বিলাসিতার কাছে।
আমরা সুন্দর, শোষণমুক্ত সমাজের
স্বপ্ন দেখি, আমাদের মাঝে আমরা।
দুঃখ কষ্ট সুখ আনন্দ সুন্দরভাবে ভাগাভাগি
করে নেবো সমাহারে
আমাদের থাকবে শুধু দেশপ্রেম
একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি ভালোবাসা।

প্রীতির বন্ধন

মৌমাছি ও ভাই মৌমাছি দল বেঁধে কোথা যাও
একটু দাঁড়াও আমার কথা শুনে যাও,
যত দূরে যাও মাঠ-ঘাট ছাড়িয়ে
কিংবা তেপান্তরে কিংবা কোন ফুলবনে,
যেখানেই যাও আমাকে সঙ্গী করে সঙ্গে
নিয়ে যাও মধু আহরণে।
মৌমাছি ও ভাই মৌমাছি আমাকে নিয়ে খেলা করবে
কোন সরিষা ফুলে কিংবা শাখায় শাখায়
ফুলের মুকুলে ফলের সমীরণে,
অথবা কোন বাতাবি লেবুর বনে, যেখানে অনেক
প্রজাপতি উড়ে উড়ে ঘ্রাণে মিতালী করে সেখানে।
আরে দাঁড়াও না ভাই ব্যস্ত হয়ে কোথা যাও
শুধু বলে যাও কানে কানে,
যেখানেই যাও ফেরার পথে এসো ঠিক এইখানে।
আমি দাঁড়িয়ে রব তোমাদের জন্য,
ভুলে যেওনা তোমরা পথ পাড়ি দিতে দিতে
কোন অচেতন অবসর অবসন্ন।
বন্ধু একটু দাঁড়াও না, কথা শুনে যাও!
তোমরা নাইবা আনবে মধু, নাইবা আসবে ফিরে
শুধু যদি নিতে পালকে বেঁধে সঙ্গী করে,
তবে আপন মনে এই স্থুল ভূমি হতে গগনে উড়ে
দেখতাম বিশাল জগৎময় ঘুরে ঘুরে।
ভালো লাগে না এত কোলাহল বিদ্বেষ হানাহানি
ভালো লাগে না নিষ্প্রাণ ছলনাময়ী নিম্নস্থলভূমি
দাওনা ভাই হাত বাড়িয়ে হৃদয়ের টানে
স্মৃতির পাতায় প্রীতি হয়ে থাক বন্ধু বন্ধনে।

শ্রাবণ ভাদ্র

শ্রাবণ মাসে চারিদিকে থইথই করে বর্ষার জল
বৃষ্টি পড়ে ঝরঝরিয়ে গাছের ডালে টিনের চালে
মেঘের ফাকে উঁকি দিয়ে রবি কথা বলে।
সারাদিন ডানপিটেরা মেতে থাকে গড়াগড়িতে
শরীরে মাখায় কাদা খেলার ছলে,
ডাঙা হতে লাফিয়ে পড়ে ঘোলা নদীর জলে
স্রোতের সাথে ভাসিয়ে সাঁতার কেটে চলে।
ভেলা নৌকা পানসি চলে ঢেউর তালে তালে
পল্লী গাঁয়ে বাউল ভাটিয়ালি আসর বসে
নদীর তটে বটের ছায়া মেলে।
ভোরের বেলায় দোয়েল নাচে কদম কেয়ার গাছে
মৃদু হাওয়ায় গন্ধরাজের গন্ধ ছুটে আসে।
লালপেড়ে হলদে শাড়ি পরে গাঁয়ের বধু কলসি কাখে
নদীর ঘাটে নাইতে নামে ঘোমটা টেনে টেনে
এদিক ওদিক নৌকা গেলে দূরের থেকে তাকায় পাণে
হৃদয় তখন সাড়া জাগে প্রিয়জনের হৃদগহনে
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা হয় যে আয়োজন
নানান সাজে সাজিয়ে নিয়ে খাওয়ায় আপনজন।
শ্রাবণ ভাদ্রে গ্রাম বাংলায় দেখতে লাগে ভালো
ঝিলের ধারে শাপলা ফুটে জোনাকী দেয় আলো
ঝিঁঝিঁ পোকা শিয়াল ডাকে সন্ধ্যা হলে চাঁদের
আলোয়- রূপালি নদী তাকায় পলে পলে,
বাতাস হাসে প্রাণ খুলে সে কলমি তার ফুলেল।
জলে ডোবা ক্ষেতের মাঝে আমন ধানের
লক লকানো ডগা ভাসে ঢেউ দেয় দুল
এমন দিনে বৃষ্টি ভিজে পাট চাষীরা ছাড়ায়
পাটের আঁশ, রোদের তাপে শুকায় ওরা
বাঁশের আড় বেঁধে
সারি সারি মাঝি জেলে মাছ ধরে যে

নানা জালে দেখতে লাগে শোভা
শহর থেকে ছুটে এসো মাটির গন্ধে
গ্রাম বাংলায় প্রকৃতিকে ভালোবেসে।

প্রতিদান

হে জননী জন্মভূমি
একি লীলা খেলা তোলপাড় কাণ্ড
শুরু হলো তোমার মাটিতে,
চারিদিকে শুধু গুলি আর গুলির শব্দ
২৬ শে মার্চ কালো রাত্রিতে
বাতাসের সাথে ভেসে আসা আর্তনাদ
কর্ণে বাজে হানাদারের গর্জন
ওরা চায় মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব
দখল করতে।
ধ্বনিত হলো কণ্ঠস্বর,
তৃষ্ণার্ত মুক্তিকামী সন্তানেরা
অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে মুক্তি অন্বেষায়
প্রশান্ত হৃদয় বিদ্যুৎ বেগে জ্বলে ছিলো
পরাধীনতার শৃঙ্খল খুলতে।
সারা শরীরে বারুদের গন্ধ
কাঁধে রাইফেল গ্রেনেড হাতে,
অজস্র কুন্ডলির মাঝে নর পিশাচের
কাছে, দেইনি মাকে কলুষিত হতে।
প্রত্যাশা হয়েছে পূর্ণ।
সবুজ জমির বুকে লাল সূর্যের
পতাকা উড়াতে
হে নতুনেরা এ স্বাধীনতা তোমাদের জন্য
একে রক্ষা করা তোমাদেরই দায়িত্ব
এ যে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের প্রতিদান।

হে বৈশাখ

চৈত্রে খরতাপে চারিদিকে যখন খাঁ খাঁ
ঝরে পড়া শুকনা পাতার মরমর ধ্বনি,
ঠিক তখন তোমার আগমন হে বৈশাখ।
হে চৈত্র, তোমার বিদায়ের আগে বলে গেলে,
যত ছিলো কথা বৈশাখের কাছে।
হে বৈশাখ তোমার আসার শব্দে হৃদয়
থরথর কাঁপে ভয়ে আৎকে উঠে বুক
তুমি কঠিন ক্রোধ ভোজ চোখে, তাকাও
কখনও কখনও আবার ভেঙ্গে দাও সুখ।
তুমি ভয়ংকর হলেও শুরু তোমাকে দিয়ে
দেখি নতুন দিনের মুখ,
তোমার আগমনে ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে
জানাতে চাই শুভেচ্ছা।
হে বৈশাখ, তোমার আগমনে ঐ সুন্দর স্বর্ণালি
আকাশে কালো মেঘের আবর্তে ঢাকা না পড়ে,
ঢাকা না পড়ে চন্দ্র সূর্য তারার লুকোচুরি হাসি।
তুমি আনন্দ ক্ষণে এসো,
যখন গাছে গাছে লতাপাতায় সুসজ্জিত থাকে
ফুলে ফুলে ভরে ওঠে,
মুক্ত পাখিরা দল বেধে কলরব করে
সবুজ শ্যামল শস্য বাতাসে দোলে মাঠে
ঠিক তখনই তোমার কঠিন ক্রুদ্ধ ভেজা চোখ না থাকে।
যদি প্রত্যহ সকালের সজিবতা নিয়ে হয়
তোমার আসার ক্ষণ,
তবেই না জানাবও তোমায় আগামীতেও নিমন্ত্রণ।

নির্লজ্জতা

উড়ন্ত ওড়না শাড়ির আঁচলে নাই ডাকা আবরু
বেয়াবরু অশালিন দেহ নির্লজ্জভাবে চলাফেরা
কে বলবে ওরা সম্ভ্রান্ত ভদ্র ঘরের।
এক ঝাঁক নতুন পাখনা ছড়ানো পায়রা
লোলুভ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে,
কেউ বেহায়া বলে, দেখে ঘৃণায়,
কেউ আলিঙ্গন করে গোপন ইঙ্গিতে ইশারায়।
লাগামহীন উচ্ছৃখলতায়
কত সুন্দর হৃদয় পথভ্রষ্ট
হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের চৈতন্য।
কে আনবে ওদের পঁচা গন্ধ মাখা দেহ
নর্দমার থেকে তুলে।
ওরা কারা
ওদের নষ্টামীতে সমাজটাকে
কলুষিত করার কোন অধিকার নাই।
ওদের স্বেচ্ছাচারী উন্মুক্ত উদ্‌ভ্রান্ত নির্লজ্জতা
বন্ধ হোক জরুরী ঘোষণায়।

প্রিয়ার প্রেম

সুন্দরী চপলা চঞ্চলা হরিণী নয়না
সেই মেয়ে কপালে লাল টিপ
ঠোঁটে লিপস্টিক,
কাজলে আঁকা টানাটানা চোখ
প্রতিদিন এই পথ ধরে আসা যাওয়া,
স্নিগ্ধ বাতাসে কালো কেশ এলোমেলো উড়ছে
খোপাতে গোজা ফুল, কর্ণে দুল দুলছে
কত রূপ অপরূপা যেন বিধাতার হতে পাওয়া।
মুহূর্তে শান্ত হলো উরু মন,
যেন সেই চেনা মুখ কত যুগ যুগের আপন,
কি মিষ্টি মধুর হাসি বিমুগ্ধ নয়ন,
স্থির হয়ে আসে কিছুক্ষণ।
আমার হৃদয় মালতির কাছে কত অজানা প্রশ্ন
কত না বলা কথা, যেদিন প্রতিমার ভেসে
আসবে মোর ঘরে, সেদিন হবে বলা
সঙ্গোপনে বসে অপেক্ষার অবসান।
সেদিন হয়তো কত কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটবে
গোধূলি লগনে, কত ফুলে সমারোহ
সাজাবো তোমায় মনের বনে
কত পাখিদের কল্লোলে দোলাবে হিল্লোল হিয়া,
এতদিনে বুঝি প্রেমের ছোঁয়া লাগলো
এই বুঝি হবে হয়তো আমার প্রিয়া।

শান্তি কোথায়

অনিন্দ আনন্দে পুড়েছি বিশ্ব ব্রহ্মান্তে
যেখানে গিয়েছি প্রীতির পরশে
বুক ভরেছে অফুরন্ত,
তবুও শান্তি কোথায়ও ছিল না এক দণ্ডের।
যেখানে ছিল আমার মায়াজালের বন্ধনে আবদ্ধ
যেখানে কেটেছে শৈশবকাল কত স্মৃতি বিজড়িত
সেখান থেকে বার বার ডেকেছে আয় আয় ফিরে।
ধরনীর ডাকে বিদেশ ছাড়ি এমনি সুন্দর দেশে
আসার দেইনি মন তবুও সারা।
আহা কি অপরূপ দৃশ্যের আমার গ্রাম বাংলা
লতায় পাতায় গাঢ় সবুজে ঘেরা।
খোলা নীল আকাশ তলে বিস্তীর্ণ মাঠ,
সুফলা শস্য শ্যামলায় ভরা,
থোকায় থোকায় ফলের সমারোহ
বাতাসে দোলে সোনালি ফসল
এ আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশ।
আঁকাবাঁকা মেঠোপথ আঁকাবাঁকা নদী
রাখাল, বাউল, ভাটিয়ালী সুর
মুহূর্তে মন কানায় কানায় মুগ্ধ হৃদয় বিভোরে ভরে।
হায়রে, কোন লোভে কোন বিহনে কতকাল
পড়েছিলাম বিদেশ।
অভিশাপ নয়! ক্ষম কর, পারো যদি,
এতদিন পরে জেনেছি শান্তি কোথায়
তোমার মাটিতে মাতৃকা আমার হে নিরবধি
শেষ সময়টুকুর জন্য দাও ঠাঁই শেষ বিদায়ের যাত্রায়।

শহিদের দান

সেদিন ছিলো ১৯৫২ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি
ঘরের বাইরে যাবার সময় মা ডেকেছিলো পিছু,
খোকা আজ যাচ্ছে মরে,
শুনিনি মায়ের পিছু ডাক
গিয়েছিলাম তবুও অগ্রাহ্য করে।
পাড়ার সঙ্গী মিলে হেঁটে হেঁটে কলেজ পাড়ায় এসেছিলাম
উদ্দেশ্য ছিল সবার একটাই
ভাষার দাবী
হলো আলাপ যাবে না কেউ মৃত্যু ভয়ে সরে,
শ্লোগানে মুখরিত হলো আকাশ বাতাস
'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'
সেদিনের সেই শহিদ বন্ধুদের রক্তের দাগ
আজো লেগে আছে আমার সারা শরীরে,
শত চেষ্টা করেও মুছতে পারিনি বলে
এখনো তাদের জন্য অন্তর দহনে মরতে ইচ্ছা করে।
আ-হা কত না মায়ের আদরের দুলাল
মাতৃভাষার জন্য গেলো অকাতরে ঝরে।
আজ ওদের জন্য কথা বলি নত মস্তক উচ্চ করে
ওরাই সারা বিশ্বের দরবারে করেছে পরিচিতি
বাঙালি জাতিকে।

আমার প্রিয় মানুষ

আমার প্রিয় মানুষ যাকে চেনা যেতো
শত ভিড়ে এক নিমিষে, আমি দেখেছি কোন
সভা সমিতি অথবা কোন অনুষ্ঠানে
কি বলিষ্ঠ মালাই ছিল একমাত্র তার প্রাপ্য।
তার হাসিতে বুকের স্পন্দন সঞ্চারিত হতো আনন্দে,
তার মুখে ছিল শুধু মাটি ও মানুষের কথা
স্বপ্ন ছিল দুঃখী মানুষের হাসি ফুটাবার
তার কাছে ছিল না জাতি বৈষম্য ভেদাভেদ
ছিল না কোন অহংকার।
আমার প্রিয় মানুষ, যার একটি অঙ্গুলীতে
ঢেউ তুলতো পদ্মা, মেঘনা, যমুনার
বাঙালির কণ্ঠে ধ্বনিত হতো সুরের ঝংকার
আমার প্রিয় মানুষ এমন একজন যার পায়ের
চিহ্ন পড়েছে বাংলার সবুজ সোনালি ধানক্ষেতে
অথবা কোন অরণ্যে অজপাড়া গায়ের পথে
কারও বাড়ির উঠানে আবার কোন শহর গঞ্জে
বাবা মার পরেই সেই ছিল আমার কাছে
শ্রদ্ধার সর্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব।
আমার প্রিয় মানুষ আর নেই কোথাও
কেড়ে দিয়েছে প্রাণ, কোন দৈব ইশারায়
প্রলয় বহ্নির বাতাসে,
তুমি এখনও আছ কোন নক্ষত্র জ্যোতি
হয়ে এ মহা আকাশে।
তুমি এসেছিলে এই বাংলার বুকে
শুধু ক্ষণিকের তরে অফুরন্ত ভালোবাসা দিতে
কিন্তু ওদের থেকে কতটুকু তা পেরেছ নিতে।
তুমি কেন ধিক্কার দিয়ে গেলে না
শত দুঃখ কষ্ট শুধু তোমার কি

একার পাওনা।
আসলে তুমি মানুষ না তুমি
একজন সৃষ্টির মহিমায় মহা পুরুষ।

সংগ্রামী চেতনা

সংগ্রামী চেতনার বিশ্বাসে, হতাশা দুঃখ কষ্টের মন
সরিয়ে দাও।
অসত্য মিথ্যার শত্রুকে পেয়োনাকো ভয়
অবহেলার সন্ধানে এগিয়ে যাও
ব্যক্তিকে ভর করে বুকে সাহস নিয়ে
মনোবল তুমি কাজে লাগাও।
সঙ্গী সাথী নাই বা হল, নিজের স্বার্থে তুমি একলা চল।
তোমার ছেড়ে যাওয়ার ভয় বা কিসের
জীবনের যুদ্ধ মাথা খাঁটিয়ে জয়ের নিশান নাও হাতে নাও
থাকে যদি কাঁটা বিছানো দুহাত দিয়ে যাও সরিয়ে
নতুন দিগন্তে নূতন সূর্যের আলোর পরশ
তোমার আছে তা দাও ছড়িয়ে।
তোমাকে তোমার ভাগ্যকে নিজের হাতে
নাও না কেড়ে।
বিধাতার সাহায্য সম্বল করো।
হোক যতই অন্ধকার।
সাহসের সাথে করো মোকাবেলা তার।
থাকুক না সামনে বাঁধার দেওয়াল
লক্ষ্য ভেদ কর প্রাচীর ভেঙ্গে জয়ের নেশায়।
গুড়িয়ে দাও গুড়িয়ে দাও
একদিন তোমাকে বিশ্বময়ী করবে সুনাম
সুখের স্বর্গ হাতের মুঠে তুমি তুলে নাও
তোমার জয়গান মানুষের থাকবে মুখে
উর্ধ্ব গগনে জয়েরই ঝাণ্ডা উড়বে যখন বাতাসে
আর ফিরে তাকার
থাকবে না একটুও কোন আসর।

ফুলের সমারোহ এই দিনকে

আজ পহেলা ফাগুন, চারিদিকে ভালোবাসা
দিবস হিসেবে যুবক যুবতিদের মনে দানা
নানা রঙবেরঙের পোষাক পরিচ্ছদ পরে সবার
মাঝে আনন্দ- ভালোবাসা ভাগাভাগি করে
নিচ্ছে। যদিও ইসলাম এই আচার-আচরণ
সমর্থন করে না তবুও যুগের বিবর্তনে
বর্তমানে এই সকল আচার আচরণ প্রথা
হিসেবে আমাদের মাঝে ঠাঁই পেয়েছে,
ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।
যদি তোমার হাতে দেই একটি গোলাপ ফুল
তুমি বিনিময়ে কি দেবে হয়তো ভালোবাসা,
তবে তা যেন ক্ষণকালের জন্য আদান প্রদান না হয়, না হয় ব্যর্থ।
অনন্ত কাল ধিরে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে
তা যে উভয়ের মাঝে দীর্ঘস্থায়িত্বের রূপ পাই।
সুন্দর হোক বসন্তের হাতছানির আহ্বান।

মনে পড়ে বাবা মাকে

মনে পড়ে এই তো সেদিনের দিনগুলোর কথা
এই ঘরের বারান্দা, আঙ্গিনাতে উভয়ের ছিল
পদচারণা, এখনও পায়ের আওয়াজ কানে বাজে।
উভয়েই ছিল স্বচ্ছ প্রকৃতির মানুষ,
তাদের বিচরণ জমিদার কন্যা ও ছেলে হওয়া সত্ত্বেও
ছিল গরীব দুঃখী মানুষের প্রতি অগাধ টান।
আপদ বিপদে ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে
সুখ দুঃখের সাথী হয়ে দেখা যেতো পাশে থাকা।
আমার বাবা মার প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধার
কমতি ছিল না, তাদের হতে
কিন্তু আজ তারা নাই, আছে শুধু আকাশ, বাতাস
সেই পায়ে চলা মেঠো পথ, আছে গরুর গাড়ি,
সাইকেলের বেলের শব্দ, পাঠশালার ঘণ্টার আওয়াজ।
আছে কাচারী ঘরের সামনে মহুয়া, কামেনী
গন্ধরাজ ফুলের গন্ধ।
আছে পুকুর সানবাধা ঘাট, ঘরের আঙ্গিনাকে
মায়ের হাতে বোনা চুকুর, শেফালী, চোখ হাসনাহেনা
আর আছে ঝুকায় ঝুকায় আম ধরা গাছ।
আছে ইট পাথড়ের বাড়ি ঘর, আছে মসজিদ
পোস্ট অফিস, সকল রেজিস্টার অফিসে জমির দলিল করার
লোকজনের আনোগোনা।
আছে ধানক্ষেত, দোপা, কুমার, কামার, নাপিত
জেলে, তাঁতি, পাইক, পিয়াদা, রাখাল কৃষকের
বাসস্থান।

শনিবার হলে হাটে যাওয়ার আসার পথে
কান্ত অবসায়নে মানুষ সেই চিরাচারিত
নিয়মে, পানির হাঁড়ি, চিড়া, মুড়ি, বঙ্গীমা ও

কদমা দিয়ে ধামা করে আপ্যায়নের জন্য
মা আমাকে লেবু গাছের তলে বসিয়ে দেওয়া।
সন্ধ্যা হলেই বাড়ির সামনে খোলা মাঠে
নিত্যদিনের আড্ডার আসর বসা,
উপস্থিত আসরে ভরপুর ছিল, আতা মিয়া, মকু মিয়া
আমার পচা-মা আমরা সই, মেছের আলী, আবু বকর
দাগু, হলকার, সুলতান খাঁ, খোকা শেখ, ঠান্ডুর বাবা,
আফছের রাজ, রুমেজ কাকা, নওশের দেওয়ান,
সেতু মুন্সি সাথে মৌয়াহার্দ রাজ আর প্রমুখ।
মেয়েদের মধ্যে ছিল মেছের বৌ, ডগির মা, মতির মা
অতর আলী চাচী, ফাইলার মা সংসার মা, আরও
অনেক ছেলে মেয়ে গুলীহুলীর কাণ্ড কাবার।
আজ আমার বাবা মাও সেই তাদের মধ্যে অনেকেই
এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে পরপার।
রয়ে গেছে স্মৃতির মুখরিত দিনগুলোর কথা যা দৃশ্য মান
রাত্রির অন্ধকারে জোনাকী আর হেরিকেনের আলোয়
পাড়ায় পাড়ায় ভালো মন্দ খোঁজ খবর জানার শোনার ছিল দৈনন্দিন
কাজ, তাদের, তাই
আজ বাবা মার জন্য বুকের ভেতর শুধুই হাহাকার
বাবা মাকে হারানোর যে ব্যথা বেদনা যার নাই
সেই বুঝে পাহাড়ের মত বড়
এখন আর তাদের মত কেউ না আমাদের
শুধু স্মৃতির পটে পাতায় পাতায় সব রয়ে আছে বন্দী তাই আজও তাদের
জন্য নিরবে নিঃশব্দে হৃদয় কাঁদে না থাকার কষ্টে।

বন্ধন

বাবা মা সহ তিন ভাই, তিন বোন নিয়ে পরিবারের বন্ধন,
আমাদের একে অপরের সাথে এতই সখ্য,
স্নেহমায়া, ভালোবা শ্রদ্ধার ছিল না কখনও কমতি।
এতটা বন্ধনের কারণে আশেপাশের লোক হিংসাতে
জ্বলে শেষ।
আমাদের পরিবারে এতটাই অনুশাসনে আবদ্ধ যে,
কোন সদস্য সন্ধ্যা হলে বাড়ির বাইরে আড্ডা দেওয়ার
অবকাশ কখনও পেতো না, বড় ভাই বোনের শাসনে
আমরা বেশ ভালো ছিলাম।
আমরা প্রত্যেক ভাই বান খৈসলাধুলায় অত্যন্ত
পারদর্শি বলে কিছু না কিছু উপহার পেতাম স্কুল, কলেজ
বাইরের কোন অনুষ্ঠান হতে।
বাবা মা ছিল খুবই স্বাধীন চেতা আন্তরিক মনের মানুষ,
আমাদের কোন কাজে বাধাসরূপ মনভাব হতোনা,
অগাধ বিশ্বাস আর সহযোগিতার হাত পেয়েছি সর্বক্ষণ,
বাবা মার নিদের্শ রাতের খাবার টেবিলে একসাথে
বসে হতো, সারাদিনের যার যা কথা আলাপ চারিতা
হতো খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে।
বড় ভাই মাটির মানুষ, তার সাথে এতটাই ভাবছিল যে,
তার বুকের লোম ছিড়ে দিলেও বলতো না হু-হা।
সংসারে সকল দায়িত্ব ছিল মেজ ভাই আর মেজ বোনের
উপর এবং শাসনের ভাড় ছিল বলেই তাদের চোখের ইশারার
ভাষা বুঝে আমাদের চলতে হতো।
বড় ভাই চাকরির সুবাদে কাছে পেতাম অল্প সময় বলে
মেঝ ভাই মেঝবোনের নিকট ছিল সকল প্রকার আবদার।

আমার বড় বোন স্বাধীনতার অনেক আগেই
তৎসময়ে উচ্চ শিক্ষিত থাকায় ডাক্তার ছেলের সাথে

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।
নিজের শাশুড়িকে আগুনের হাত হতে বাঁচাতে
গিয়ে অগ্নিদাহ হয়ে অকাতরে জীবন ত্যাগ করতে হয়েছিল,
তখন আমার মাত্র ৪/৫ বছর বয়স।
তারপর স্বাধীনতার পর এক, এক করে বাবা মা
আর দুবোন, বড় ভাইকে হারাতে হয়েছে;
এখন শুধু আমি আর মেঝভাই সংসারের স্রোতধারায়
বাধ্যবাদকতার ন্যায় ধরে চলতে হচ্ছে।
আমাদের সন্তানরা অনেক বড় হয়েছে তারা
যার যার কাজে ব্যস্ত এবং তারা সবাই ভাল অবস্থান অবস্থিত।
আমার তিন ভাইয়ের ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত,
একজন শিক্ষক (এমত্র) একজন এডভোকেট/ সরকারী চাকুরিরত
একজন ডাক্তার, একজন, আমেরিকার নিবাসী (এমএ) একজন ছেলে
বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে চাকরিজীবী (এমন) বর্তমানে এদের নিয়েই সংসার কেউ
পিছনে পড়ে নাই, পরিবারের সকল সদস্য পূর্বের ন্যায়
অটুট বন্ধনে বদ্ধ পরিকর।

প্রিয় মুখ

তারিখ সময়ের কথা মনে নাই তারে সন ১৯৭০ এর
কোন একদিন দিনের সুর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা
এমনি ঝর ঝরে বৃষ্টিতে রাস্তা পাড় হয়ে গুন্টীঘরের
নিচে দাঁড়িয়ে।
আমি তখন ঐ পথ ধরে জরুরী কাজে যেতেই
নজরে পড়ে টাঙ্গাইলের গর্ব কৃতি সন্তান বড় মাপের তুখর নেতা
সুন্দর চমৎকার আমার প্রিয় মানুষ শ্রদ্ধাভাজন
ছাত্র জনতার বন্ধু, চোখের নয়ন মনি ফজুলর রহমান ফারুক ভাইকে।
তখনও অঝর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে তার বৃষ্টি ভেজা শরীরের উপর
ছাতা ধরে পৌঁছে দেন আশক আলী
মেম্বারের দোকানে।
তার হাস্য উজ্জ্বল খোলা মনে অনেক কথা বলতে যাবে।
তবে নেতা বলেছিলো পাকুল্যা প্রাইমারি স্কুল মাঠে দলীও সভা করতে।
বৃষ্টি ঝরা মাঠে মাইকে আওয়াজ হচ্ছে অনুষ্ঠান
শুরু হওয়ার অপেক্ষায় উপস্থিত নেতা, কর্মী ও জনতার ভিড়।
নেতার সাথে এই পরিচয়ের বহুপূর্বে পরিচিত হয়েছিলাম বিন্দুবাসিনী
খেলার মাঠে।
আমি তখন থানাপাড়া হয়ে আদালত পাড়ার বিরুদ্ধে ফুটবল খেলতে
নামা তখণ আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণির স্কুল ছাত্র।
আমি ঐ মাঠে একইভাবে ছয় ছয়টি গোল করায়
আমার প্রিয় মানুষ ফরুক ভাই ও লতীফ সিদ্দীকি কাকা
কাছে টেনে নিয়ে আমার মেঝ ভাই শেলুকে ডেকে বলেছিল ও যেন
ফুটবলের উপর চর্চা করে, বন্ধ করে না যেন।

এরপর বড় হয়ে, বড় বড় ম্যাচ গ্রামগঞ্জে স্কুল কলেজে
শহর স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলার সৌভাগ্য হয়েছিল অনেক বার।
আমার নেতা গুরুকে যতবার অনুসরণ করে এসেছি,
কারুক ভাই অত্যন্ত মিসুক প্রাণ উচ্ছাস মানুষ

সকলের কাছে মির্জাপুরের এক সময় এমপি ছিলেন
তার রচয়িতা ছিল অসাধারণ
কবির ভাষায় কথা বলছে।
তারি উত্তরসরি হিসাবে রাজনীতিতে আবির্ভাব দুইবারের মির্জাপুর
উপজেলার এমপি তার সুযোগ্য সন্তান খান আহমেদ শুভ।
বয়সে তরুণ টগবগে তারুণ্যে ছোঁয়া সারা শরীরে।
ছুটে চলার স্পৃহা প্রকৃতিকে ধারন করে সুন্দর মেজাজে কথা বলা।
হাস্য উজ্জ্বল ভংগিমায় চাহনি চলাফেরা খুব ঐ
সাধারন এবং সাধারণ মানুষের সাথে মিলেমিশে
দৈনন্দিন কাজ করার আগ্রহ
(হয়তো বলবো যোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তান।
আমি যতই নিকট হতে দেখেছি, ততই অবাক মুগ্ধ নয়ন ভরে উঠেছে।
সবার সাথে হাসি মাখা মেজাজে কথা বলা,
মনযোগ সহকারে শোনা, সমাচার মানুষিকতা,
তাকে পেয়ে মির্জাপুর বাসীর প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠেছে মধ্যমনি
হয়ে।
এমন তারুণ্যের ছোঁয়ায় উদ্বেলিত একাগ্র চিত্তে
ঝড় বৃষ্টি রোদ্রের খরতাপ উপেক্ষা করে গ্রামকে
গ্রাম ছুটে চলেছে উল্কার বেগে।

যেন একবিন্দু ক্লান্তি নেই, নেই সকাল, বিকাল রাত্রিতে অবসর।
এমন কোন ঘর, উঠান, বাড়ি নেই যে, তার পদচারণায়
মুখরিত হয় না।
তার কাছে ছোট বড় ভেদাভেদ নাই, নাই আদর ভালোবাসা শ্রদ্ধার
কমতি।
সবাই বলে এমন মানুষটি আমাদের মাঝে ছিল না
কেন আগে, আমাদের একজন কান্ডারী হয়ে পাশে।
তাই বলি হাজার হাজার বছর থেকে নিজেকে বিলিয়ে
দেবার মানুসিকতার আলোয় আলোকিত
হোক আর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার
বাংলা গড়ার অঙ্গিকারে অংশ হিসেবে মির্জাপুর বাসী
তার ছোঁয়ায় সফলতা লাভ করুক এই কামনা প্রত্যাশা সর্বক্ষণ।

গোধূলি কাব্য গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, পশ্চিম দিগন্তে সূর্যটা আড়াল হবার অপেক্ষায়। ক্ষণকালের এই ধরণীতে কিছু মুহূর্ত আছে যা দোলা দিয়ে যায়, চিত্তে শিহরণ জাগায, স্মৃতিপটে কিছু সৌন্দর্য অমলিন থাকে। গোধূলি লগ্ন এমনি স্মৃতিময়, যা কবিকে ভাবিয়ে তোলে। কবি উন্মনা, কবির মানস চেতনা ঊর্মিমুখর হয় সময়কে কবিতার ফ্রেমে ধরে রাখতে চায়, সময় তূর্ণাবেগে চলে যায়, মহাকালের স্রোতে সব ভেসে যায় রয়ে যায় কবিতার কথা। তাইতো কবিতা শাশ্বত-সত্য। কবিতা মহাকালের আয়না। বারবার চোখ পড়ে আয়নায়; স্মৃতির বহতা নদীতে ভেসে যায় সবই; চিত্তে দোলা দেয় স্নিগ্ধ গোধূলি বেলায় ঊর্মিমুখর তূর্ণার কথা।

গোধূলি একটি কাব্যগ্রন্থের নাম। কবির জীবন-যৌবনের মূল্যবান ভাবনার ফসল এ কাব্যগ্রন্থ। শিল্প বিবেচনায় কিংবা সাহিত্য সমালোচনায় গোধূলির সীমাবদ্ধতার কথা না বলাই শ্রেয়। কবির প্রথম সৃষ্টি ‘গোধূলি’ পাঠক চিত্তকে সিক্ত করুক। কবিতাগুলোর বিষয় বৈচিত্র রয়েছে, কবিতায় চিত্রায়িত হয়েছে স্বদেশের মাটি ও মানুষের কথা। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাকালের মহাপুরুষ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, একুশ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় ভাবনা কবিকে বৈশ্বিক করে তুলেছে। প্রকৃতি ও প্রেমের শাশ্বত সৌন্দর্য কবিকে করেছে নান্দনিক।
নান্দনিক চেতনার গোধূলি পাঠককে ঋদ্ধ করবে সেই শুভ প্রত্যাশায়-

খান আহমেদ শুভ এম.পি.
১৩৬, টাঙ্গাইল-৭
মির্জাপুর